Study Material for Rabindrasangeet (PG). Semester-II
RS/PG/CC-201/Th : Regarding Philosophy of Tagore Music

রবীন্দ্রনাথের গান কথা সুর ছন্দের সম্মিলনে এমন এক সহজ সরল অনাড়ম্বর ও অনন্যসাধারণ সৃষ্টি যা সহজেই মন ছুঁয়ে যায়, হৃদয় স্পর্শ করে। অভিনবত্ব ও মৌলিকতার গুণে কালক্রমে তা মানব-সম্পদ উন্নয়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বিশ্ববাসীর কাছে কালজয়ী এই গানের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। সে-গানের অর্থ বুঝতে, সে-গানকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সে-গানের দর্শন বা দার্শনিকতার সঙ্গে পরিচয় তাই খুবই জরুরী।

সে-গানের অস্তিত্ব নির্মাণের আড়ালে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভাব-ভাবনা, জ্ঞান-ধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা। বাস্তব ছাড়াও মানসিক ভাবনার সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর এই অবিস্মরণীয় রচনায়। তাঁর গান থামলেও তাই তার রেশ রয়ে যায় অবিরত দীর্ঘক্ষণ। বিশ্বপ্রকৃতির মর্মমূল থেকে ধ্বনিত সংগীতের মহিমা ও ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করে তাকে নানা রূপে, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে নানা ছন্দে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। আসলে, নিসর্গ-চেতনা, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, মিস্টিক ভাবনাকে অতিক্রম করা এক মুক্তির রূপ তাঁর গান।

এ-গানের বিষয়গত দিক, ভাষাগত রূপ ও নির্মাণ, সুরগত বিন্যাস, অর্থবিশ্লেষণ, ভাবধারা এবং যুক্তিতর্ক বিষয়ক সমাবেশ, তত্ত্ব ও শাস্ত্রবিষয়ক উপস্থাপনা ইত্যাদির অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের মধ্যেই নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথের গানের দর্শন ও দার্শনিকতা। দার্শনিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা শব্দটিও অনেক সময় একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। মনে রাখা ভালো, লৌকিক ভাবনার সঙ্গে জীবনবোধের যৌথ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের গানে এমনভাবে মিলেমিশে আছে যেখানে দার্শনিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সংঘাতই নেই, বরং তা পরস্পরের পরিপূরক বা বিকল্প। তবে, আমাদের আলোচনার বিষয় — গান ছাড়াও তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, চিঠিপত্র, আলাপ-আলোচনা, অভিভাষণ, কথোপকথন ইত্যাদির কোথায় নিহিত তাঁর দার্শনিক পরিচয় তথা সংগীতদর্শন।

জীবনের গভীর অনুভূতির বিস্ময়কর অভিনব প্রকাশস্বরূপই রবীন্দ্রনাথের গান। রসলোক রূপলোক সে-গানে একাকার। রূপ-অরূপের তত্ত্ব, সীমা-অসীমের তত্ত্ব সে-গানে বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের

গানের মর্মস্থলকে অনুধাবন করতে, সে-গানের অর্থলোক আবিষ্কার করতে তাই নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ের উপর এবার আমাদের আলোকপাত করতে হবে। সেগুলি হল —
(১) রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরূপ (২) রবীন্দ্রনাথের গানের বৈশিষ্ট্য (৩) রবীন্দ্রনাথের গানের গঠনরীতি (৪) রবীন্দ্রনাথের গানের প্রকরণ-রীতি (৫) রবীন্দ্রনাথের গানের আবেদন-ধর্ম (৬) রবীন্দ্রনাথের গানের সার্বিক ভূমিকা ও সংযুক্ত প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

যে গ্রন্থগুলির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে —

১) রবীন্দ্র-রচনাবলী / প: ব: সরকার
২) সংগীতচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ / হিমাংশু রায়
৩) সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান / স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৪) রবীন্দ্রনাথের গান-উৎস স্বরূপ অন্বেষণ / [illegible]

Assignment for the Paper

* Analysis on Theory and Principles of music of Balideep as mentioned in 'Javajatrir Patro'.
  ‘জাভাযাত্রীর পত্র’ে বালিদ্বীপের গান সম্পর্কে (তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য) বিশ্লেষণ।

To be read —

a) Selected Poem —(1) ‘শেষসপ্তক’ কাব্যের ‘সতেরো’, ‘তেতাল্লিশ’ শীর্ষক কবিতা; ‘সোনারতরী’ কাব্যের ‘মানভঞ্জন’ কবিতা

b) Selected Essay —(1) ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশ — ‘গান যে করে ...... খুলিতে শুনি।’

c) ‘গান’ উপপর্যায়ের গান: ‘পূজা’ পর্যায় — কান্নাহাসির দোলদোলানো, সুরের গুরু, অরূপ তোমার বাণী, তোমার কাছে এ বর মাগি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি, গানের ভিতর দিয়ে।
প্রেম পর্যায় — চিত্ত পিপাসিত রে, তোমায় গান শোনাব, মনে রবে কি না, এই কথাটি মনে রেখো, পাখি আমার নীড়ের পাখি।

From: Dr. Susanta Kr. Samanta, HOD, Rabindrasangeet (PG)

সতেরো

শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে শুনতে চেয়েছ
গানের কথা ;
বলতে ভয় লাগে,
তবু কিছু বলব।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা ক'রে।
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী॥

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গি দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।

সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।
সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে
সৃষ্টির অন্দরমহলে,
সেখানে যত রূপের নটী আছে
ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে
নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের
দোলযাত্রায়।

'আমি যে জানি'
এ কথা যে-মানুষ জানায়
বাক্যে হোক, সুরে হোক, রেখায় হোক,
সে পণ্ডিত।
'আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি',
এ কথা যার প্রাণ বলে
গান তারি জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়ীতে বাজে সুর।

তেতাল্লিশ

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।
সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চড়ে চলেছে কাল,
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয়;

যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল ব'লে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে,
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশ দিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।

বরজ করজোড়ে কহিল, "প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা, কেবল তুমি আর আমি—
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে—
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।"

একদিন রাত্রে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী! দামিনী! তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাত্রে শচীশ কী কাণ্ড করে তা জানি না—কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বলজ্বল-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলা যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিয়াছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এক কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্ত কালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার' এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

গান

কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ ফাগুনের
সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা
তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
কেমন করে গান কর হে গুণী
আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
তোমার নয়ন আমায় বারে বারে বলেছে
অরূপ তোমার বাণী
আপন গানের টানে তোমার বন্ধন
আমার সুরে লাগে তোমার হাসি
আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে
কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম
তোমার কাছে এ বর মাগি
কেন তোমরা আমায় ডাক
দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের
জাগো জাগো রে জাগো সংগীত
হেথা যে গান গাইতে আসা
আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার
গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের
সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী
যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ
আমার যে গান তোমার পরশ পাবে
গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায়
কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ পারানির
আমার ঢালা গানের ধারা

প্রেম

গান

চিত্ত পিপাসিত রে
আমার মনের মাঝে যে গান বাজে
কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার
যে ছায়ারে ধরব ব'লে করেছিলেম পণ
গানগুলি মোর শৈবালেরি দল
তোমায় গান শোনাব
গানের ডালি ভ'রে দে গো উষার কোলে
ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে
কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে
মনে র'বে কি না র'বে আমারে
আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া
নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব
আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে
যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি
গান আমার যায় ভেসে যায়
সময় কারও যে নাই, ওরা চলে দলে দলে
এই কথাটি মনে রেখো
আসা-যাওয়ার পথের ধারে
গানের ভেলায় বেলা অবেলায় প্রাণের আশা
অনেক দিনের আমার যে গান
পাখি আমার নীড়ের পাখি অধীর হল
ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীলগগনে
বাঁশি আমি বাজাইনি কি পথের ধারে ধারে
তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে
আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো
পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়

প্রেম-বৈচিত্র্য

বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
সবার সাথে চলতেছিল
আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে
সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার
আমারে করো তোমার বীণা
ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
কথা তারে ছিল বলিতে
সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
হে নিরুপমা, গানে যদি লাগে বিহ্বলতান
অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার
আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার অঙ্গমাঝে
ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও
আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া
জানি জানি এসেছ এ পথে মনের ভুলে
হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে
যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
আমি যে আর সইতে পারি নে